রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১৯, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
শাখা পৌর-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩রা ভাদ্র ১৪০৯/১৮ই আগস্ট ২০০২

এস, আর, ও নং ২২৯-আইন/২০০২—বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১৬৪তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই বিধিমালা বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১ নং আইন);

(খ) "কর্পোরেশন" অর্থ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন;

(গ) "ট্রাইবুন্যাল" অর্থ বিধি ৫৩ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী ট্রাইবুনাল;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(ঙ) "নির্বাচন কমিশন" অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(চ) "নির্বাচন" অর্থ মেয়র এবং কমিশনারের প্রত্যক্ষ নির্বাচন;

(ছ) "নির্বাচন প্রতিনিধি" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৪ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন প্রতিনিধি;

(জ) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি আইনের ধারা ৪(২) এর বিধান এবং এই বিধিমালার অধীনে মেয়র অথবা কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা করা হইয়াছে;

(ঝ) "নির্বাচনী দরখাস্ত" অর্থ বিধি ৫১ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(ঞ) "পোলিং অফিসার" অর্থ একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(ট) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৫ এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(ঠ) "প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি মেয়র অথবা কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনয়নপ্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখে অথবা তৎপূর্বে তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন নাই;

(ড) "প্রার্থী" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম মেয়র অথবা কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(ঢ) "প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ" অর্থ প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১০(১)(গ) এর অধীনে নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের কোন তারিখ;

(ণ) "প্রিজাইডিং অফিসার" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার;

(ত) "ফরম" অর্থ প্রথম তফসিলে বিধৃত কোন ফরম;

(থ) "বাছাইয়ের তারিখ" অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১০(১) (খ) এর অধীনে নির্ধারিত তারিখ;

(দ) "ভোটার" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(ধ) "ভোট গ্রহণের তারিখ" অর্থ নির্বাচনের জন্য বিধি ১০(১)(ঘ) এর অধীনে নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখ;

(ন) "ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষ" অর্থ ভোটকক্ষের মধ্যে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলসহ এমন একটি পর্দাঘেরা স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পত্রে ভোটচিহ্ন প্রদান করিতে পারে;

(প) "ভোটার তালিকা" অর্থ নির্বাচনের জন্য বিধি ৫ এর অধীনে প্রণীত ভোটার তালিকা;

(ফ) "মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি ১০(১)(ক) এর অধীনে নির্ধারিত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ;

(ব) "মেয়র" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক)তে উল্লিখিত মেয়র;

(ভ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন নিযুক্ত একজন রিটার্নিং অফিসার, যাহাতে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং তাহার দায়িত্ব পালনকারী কোন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ম) "সংরক্ষিত আসন" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কমিশনার আসন;

(য) "সাধারণ আসন" অর্থ সংরক্ষিত আসন ব্যতীত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ বর্ণিত কমিশনার আসন।

৩। **নির্বাচন কমিশন।**—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উহাতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীনে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ

নির্বাচন

৪। **ওয়ার্ডের এলাকা নির্ধারণ।**—(১) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা ধারা ২০ অনুযায়ী সাধারণ আসনের কমিশনারগণের এবং ধারা ২৩ অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণের ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণপূর্বক তাঁহার নিজ অফিস, কর্পোরেশনের অফিস এবং তৎকর্তৃক সংগত বলিয়া বিবেচিত অন্য কোন অফিস বা স্থানে উক্তরূপ ওয়ার্ডের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত তালিকা প্রকাশিত হইবার অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে জনসাধারণকে তৎসম্পর্কে আপত্তি ও পরামর্শ দাখিল করিবার আহ্বান জানাইয়া একটি নোটিশও উক্ত তালিকার সংগে প্রকাশ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনপ্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে; এবং উক্ত কর্মকর্তা, তৎকর্তৃক উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ, প্রাপ্তির অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে, প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান এবং এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন কোন নির্দেশ দিলে উহা পালনের পর উহাদের উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করিবেন এবং উক্ত তালিকায় কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি থাকিলে তাহাও দূর করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কৃত সংশোধন বা পরিবর্তনের পর সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রত্যেক ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডসমূহের একটি চূড়ান্ত তালিকা তাহার ও কর্পোরেশন কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য স্থানে প্রকাশ করিবেন এবং উহার একটি সত্যায়িত অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন, এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৫। **ভোটার তালিকা**।—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, Electoral Rolls Ordinance, 1982 (LXI of 1982) এর অধীন প্রণীত ভোটার তালিকার যে অংশ কর্পোরেশন সংক্রান্ত, সেই অংশের ভোটার তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এইরূপ প্রণয়ন করিবেন বা করাইবেন যাহাতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ভোটার তালিকা এইরূপে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের পৃথক পৃথক তালিকা থাকে।

৬। **রিটার্নিং অফিসার**।—(১) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে তাহাকে সহায়তা করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা রিটার্নিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

৭। **ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোটকেন্দ্রসমূহের একটি তালিকা দাখিল করিবেন এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোটদান করিবেন সেই সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত তালিকায় উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনের পর উক্ত তালিকা চূড়ান্ত করিবে এবং ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন ১৫ দিন পূর্বে এই চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে; এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগণ ভোটদান করিবেন সেই সকল এলাকার নামও উক্ত চূড়ান্ত তালিকায় উল্লেখ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত চূড়ান্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পরও, বিশেষ পরিস্থিতিতে, নির্বাচন কমিশন যে কোন ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে না।

(৫) পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোটদান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে এবং প্রতিটি ভোট-কক্ষে ভোটচিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থান থাকিবে।

৮। **প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার।**—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি ভোট-কেন্দ্রের জন্য ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে না যিনি কোন প্রার্থীর অধীনে বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা অনুরূপভাবে কোন সময় কর্মরত ছিলেন।

(২) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনা করিবেন; এবং ভোটকেন্দ্রের শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।

(৩) কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসার অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীনে প্রিজাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালনে তাহাকে সহায়তা প্রদান করা প্রতিটি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৫) কোন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম না হইলে বা ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার কোন পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, উহার কারণ এবং এইরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয়, ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র, রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৬) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে বা সেখানে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য রিটার্নিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের মধ্যে যে কোন একজনকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসার তাহার উক্ত অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৭) রিটার্নিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভোট গ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারেন।

৯। **ভোটার তালিকা সরবরাহ।**—রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোটারদের নামসম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

১০। **নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন।**—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করিবে, যথাঃ—

(ক) মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ, যাহা উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখের অন্ততঃ ৫ দিন পরের একটি তারিখ হইবে;

(খ) মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ;

(গ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ ও সময়, যাহা প্রার্থী পদ প্রত্যাহরের শেষ তারিখ হইতে অন্ততঃ ১৫ দিন পরের একটি তারিখ হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন উক্ত প্রজ্ঞাপন এর অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তিনি তাহার ও কর্পোরেশন কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত অনুলিপি সাঁটিয়া বা টাঙ্গাইয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার, তৎকর্তৃক সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত সময়ের ব্যবধান রাখিয়া মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নোটিশ বোর্ড ও স্থানসমূহে সাঁটিয়া বা টাঙ্গাইয়া দিয়া প্রকাশ করিবেন।

১১। **মনোনয়নপত্র আহবানের নোটিশ।**—নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যথাশীঘ্র একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।

১২। **মনোনয়নপত্র।**—(১) আইনের ধারা ৮(১) এর অধীনে কমিশনার নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্যতা থাকিলে—

(অ) আইনের ধারা ২০ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন ;

(আ) আইনের ধারা ২৩ এর দফা (ক) এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনে কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) আইনের ধারা ৮(১) এর অধীনে মেয়র নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ভোটার প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৩) আইনের ধারা ৮ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র—

(ক) সাধারণ আসনে কমিশনার নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং মেয়র নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' এ দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা করার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান অথবা ব্যাংকের রসিদ অথবা রিটার্নিং অফিসার হইতে প্রাপ্ত রসিদ; এবং

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৮(২) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অনুসারে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবক হিসাবে অথবা সমর্থক হিসাবে মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার অথবা সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়ন পত্রে তাহার নাম ব্যবহার করেন তাহা হইলে এইরূপ সকল মনোনয়ন পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রতিটি মনোয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৩। জামানত।—(১) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, পাঁচ হাজার টাকা এবং কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুই হাজার টাকা জমাদানের প্রমাণস্বরূপ একটি ট্রেজারী চালান বা কোন তফসিলী ব্যাংকের রসিদ বা রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ প্রতিটি মনোনয়নপত্রের সহিত জমা দিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইয়া থাকিলে রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীনে নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ'-তে বিধৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে নগদে টাকা জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার ফরম 'গ'-তে একটি রসিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার অথবা ক্ষেত্রমত কোন প্রার্থী এই বিধির অধীনে "৬/১০৫১/০০০০/৮৪৭" খাতে টাকা জমা দিবেন।

১৪। **জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি**।—(১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত এবং সীলসহ অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে, অথবা তিনি তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিলে, বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার প্রার্থী পদের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত প্রদানকারীকে বা উক্ত জমাদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে অনুরূপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৩) ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের এক-অষ্টমাংশ (১/৮) অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া কর্পোরেশন তহবিলে জমা করা হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচনী ট্রাইবুন্যালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, উক্ত দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত প্রার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্তও করা হইবে না।

১৫। **নির্বাচনী প্রতীক**।—(১) প্রত্যেক প্রার্থী—

(ক) সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-২;

(খ) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-২ক; এবং

(গ) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৩।

এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্যে তাহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনীপ্রতীক মনোনয়ন পত্রে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনীপ্রতীক নির্বাচনের ব্যাপারে, প্রার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব তাহাদের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারীর মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রতীক বরাদ্দকরণের ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি কোন নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা তফসিল-২, তফসিল-২ক, তফসিল-৩ প্রদত্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিবেন।

১৬। **বাছাই**।—(১) প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকে এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য একজন ব্যক্তি মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার তাঁহার নিজ উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন, এবং যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, —

(ক) প্রার্থী মেয়র অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন; অথবা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন; অথবা

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই; অথবা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর খাঁটি স্বাক্ষর নহে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে—

(অ) কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে হইলে, অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র দ্বারা কৃত উক্ত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে বাতিল করিবেন না যাহা গুরুতর প্রকৃতির নহে এবং তিনি অনুরূপ যে কোন ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধনের জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার সময়ে উহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিখিয়া সই করিবেন, এবং তিনি যদি উহা বাতিল করেন, তাহা হইলে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৭। **মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল** ।—(১) যে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বিধি ১৬(৪) এর অধীনে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী বাছাইয়ের তারিখের দুই দিনের মধ্যে উক্ত বাতিলের বিরুদ্ধে উপ-বিধি (২) এর অধীনে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারেন।

(২) উপ-বিধি (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন একজন সরকারী কর্মকর্তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে এবং বিধি ১০(১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন জারীর সময়েই উক্ত নিয়োগের বিষয় সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল, সরাসরিভাবে অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে দুই দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হইবে এবং অনুরূপ যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৮। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিক প্রকাশ** ।—রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৬ এর অধীনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর অথবা বিধি ১৭ এর অধীনে যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে তবে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, ফরম "ঘ" তে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

১৯। **প্রার্থীপদ প্রত্যাহার**।—যে প্রার্থীর নাম বিধি ১৮ এর অধীনে প্রকাশিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রার্থী স্বয়ং বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখে বা তৎপূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২০। **ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু**।—ভোটগ্রহণের পূর্বে কোন সময়ে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে ভোটগ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২১। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন**।—যদি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সাধারণ আসন বা সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত প্রার্থী বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম "ঙ"তে একটি রিটার্ন দিবেন এবং তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে উক্ত রিটার্ন প্রকাশ করিবেন।

২২। **প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন**।—(১) যদি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা সাধারণ আসন বা সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহা হইলে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে ; এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণের তারিখের অন্ততঃ দশ দিন পূর্বে উপ-বিধি (২) মোতাবেক প্রস্তুতকৃত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে এবং নিম্নবর্ণিত স্থানে প্রকাশ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে ; এবং

(খ) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বরিশাল নগরীর প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে।

(২) রিটার্নিং অফিসার ফরম 'চ'তে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম, মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নামসম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখের পরবর্তী অরিখে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধিকে ফরম "চ"তে প্রকাশিত তালিকার একটি "নকল" সরবরাহ করিবেন।

২৩। **ব্যালট মারফত ভোট**।—(১) কোন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হইলে এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যালট মারফত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২৪। **নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ**।—(১) কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কমিশনার হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী মেয়র হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন, এবং উহা এইরূপভাবে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচন প্রতিনিধিকে নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী উক্ত নির্বাচন প্রতিনিধির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদানের বিষয় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী এবং একজন নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে তাহার প্রতি এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৫। **পোলিং এজেন্টের নিয়োগদান**।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অথবা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি, নির্বাচন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে একটি ভোট কক্ষের জন্য অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি যে কোন সময়ে পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে যখন ইহা বাতিল হয় কিংবা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু হয় তখন উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

২৬। **একই সংগে মেয়র ও কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠান**।—এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত ভোটগ্রহণের তারিখে একই সংগে মেয়র এবং কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২৭। **ভোটগ্রহণের সময়সূচী**।—রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী সম্পর্কে তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণকে নোটিশ দিবেন।

২৮। **ব্যালট বাক্স**।—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন।

(২) কোন ভোটকেন্দ্রের কোন ভোট কক্ষে ভোটগ্রহণের উদ্দেশ্যে একই সময়ে একটির অধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ আধ ঘন্টা পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, ব্যবহার্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ বা নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদিগকে খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবেন ;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর তাহা বন্ধ করিয়া উহা তালাবন্ধ ও সীলমোহর যুক্ত করিবেন ;

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখিবেন যাহাতে তাহা একই সময়ে তাঁহার নিজের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টির আওতায় থাকে।

(৪) যদি একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া যায় অথবা তাহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের প্রত্যেক ভোটকক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য এইরূপে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক স্থানে ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

২৯। **ব্যালট পেপার ফরম।**—(১) সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসহ ফরম "ছ"-তে ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে।

(২) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীকসহ ফরম "ছ-১" এ ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে।

(৩) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম ও প্রতীকসহ ফরম "ছ-২" এ ব্যালট পেপার ছাপাইতে হইবে।

(৪) যদি একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম একই হয় তাহা হইলে ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীগণের পিতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) ভিন্ন রঙের কাগজ অথবা কালিতে ফরম "ছ", ফরম "ছ-১" এবং ফরম "ছ-২" ছাপাইতে হইবে।

৩০। **মুলতবী ভোটগ্রহণ।**—(১) যদি কোন ভোটকেন্দ্রে কোন সময় ভোট গ্রহণ প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ভোটগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার—

(ক) অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন;

(খ) যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে, নূতনভাবে ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন; এবং

(গ) যে স্থান বা স্থানসমূহে, এবং যে সময়ের মধ্যে উক্তরূপ নূতন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সকল ভোটারকে উপ-বিধি (২) এর অধীনে গৃহীতব্য নূতন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে এবং উপ-বিধি (১)-এর অধীন ভোটগ্রহণের সময়ে প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

৩১। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ**।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, এক সংগে কতজন ভোটার ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং উক্তরূপে অনুমোদিত ভোটারগণ ও নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যান্য সকলকে বাহির করিয়া দিবেন, যথাঃ—

(ক) নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ, তাহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি ও প্রত্যেক ভোটকক্ষের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট;

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

(২) একসংগে যতজন ভোটারকে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বিবেচনা করিবেন ততজন ভোটারকে তিনি একসংগে ভোটকক্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে একাধিক ভোটারকে একসংগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করিবেন যেন ভোটদানের গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টকে, তাহার নিজের ভোট প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীর সদস্যগণ প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং তাহারা প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ অনুযায়ী ভোটারগণের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩২। **ভোটকেন্দ্রে শৃংখলা রক্ষা**।—(১) যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোটকেন্দ্রে অসদাচরণ করেন অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হন সেই ব্যক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বা তাঁহাকে অপসারণের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্র হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে; এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন ভোটকেন্দ্রে আর প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি যদি কোন ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইবে না যাহাতে ঐ ভোটকেন্দ্রে বা অন্য কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ভোটদাতা তাঁহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

৩৩। **ক্যানভাস করা**।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ বা নির্বাচন প্রতিনিধি ও পোলিং এজেন্টগণ ভোটগ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটদাতাকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন বক্তব্য রাখিতে পারিবেন না, তবে নিম্নবর্ণিত কোন কারণবশতঃ কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) যে ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই ওয়ার্ডের ভোটদাতাদের তালিকায় তাহার নাম নাই;

(খ) যে তালিকায় ভোটার হিসাবে তাঁহার নাম রহিয়াছে বলিয়া দেখাইয়া তিনি দাবী করিতেছেন তাহা মিথ্যা; এবং

(গ) তিনি পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার আপত্তিসমূহের শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং সরাসরি উহাদের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৪। **ভোটদানের স্থান ও ভোটার কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা**।—(১) কোন ব্যক্তি যে ওয়ার্ডের ভোটার তিনি কেবল সেই ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিতসংখ্যক ভোট দিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে একটি ভোট;

(খ) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে একটি ভোট;

(গ) মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে একটি ভোট।

৩৫। **ভোটদান পদ্ধতি**।—(১) যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন তখন প্রিজাইডিং অফিসার স্বয়ং ভোটারের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার পর তাহাকে সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য একটি, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য একটি এবং মেয়র নির্বাচনের জন্য অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে —

(ক) তাহার হাতের বৃদ্ধাংগুলিতে বা অন্য কোন আংগুলিতে অমোচনীয় কালির দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে ;

(খ) ভোটার লিষ্টে লিপিবদ্ধ ভোটার সংখ্যা এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে ;

(গ) তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে তাহা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটার সংখ্যা ও নামটি চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(ঘ) ব্যালট পেপারের পিছনে সরকারী চিহ্নিত সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর থাকিবে ;

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার ভোটার তালিকার চেকমুড়িতে ভোটার সংখ্যা লিখিয়া রাখিবেন এবং সরকারী চিহ্নের দ্বারা চেকমুড়িতে মোহর-অঙ্কিত করিবেন।

(৩) ভোটগ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সরকারী চিহ্ন গোপন রাখা হইবে।

(৪) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অথবা যদি পূর্ব হইতে তাহার আংগুলিতে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।

(৫) ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর—

(ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে যাইবেন;

(খ) তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীকসম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত চৌকোণবিশিষ্ট একটি সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন;

(গ) অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পর উহা ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৬) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাঁহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৭) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্য কোন কারণে এইরূপ অসমর্থ হন যে, তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করিতে অপারগ, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহাকে অনুরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং ইহার পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুযায়ী ভোটার হিসাবে তাঁহার যাহা করা প্রয়োজনীয় বা যাহা করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি রহিয়াছে তাহা করিতে পারিবেন।

৩৬। **আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার**।—(১) ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির ব্যালট পেপার চাহিবার সময় কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধি অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট যদি এই মর্মে দাবী করেন যে, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ করিয়াছেন এবং যদি তিনি উক্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ছদ্মবেশ ধারণের ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া এবং ব্যালট পেপারের চেকমুড়িতে তাঁহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) যদি প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তৎকর্তৃক ফরম "জ"-তে প্রস্তুতকৃত তালিকায় (অতঃপর আপত্তিকৃত ভোটসমূহের তালিকা বলিয়া উল্লেখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ গ্রহণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীনে উত্থাপিত প্রতিটি চ্যালেঞ্জ বাবদ প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ পাঁচ টাকা জমা না করিয়া থাকিলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রদত্ত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর তাহা একই অবস্থায় কোন ব্যালট বাক্সে রাখার পরিবর্তে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার লেবেলযুক্ত একটি পৃথক মোড়কে রাখা হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার তৎকর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার পর্যায়ক্রমে তাহা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় "১/০৬১১/০০০১/২৬৩১" খাতে জমা দিবেন।

৩৭। **নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার**।—(১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, উহা সুবিধাজনকভাবে ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা যায় না তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অপর একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করার জন্য পোলিং অফিসারকে আদেশ প্রদান করিবেন; এবং নষ্ট ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে বাতিল করা হইবে।

(২) যদি কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর তাহা ব্যবহার না করেন, তবে তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার উহা তাঁহার স্বীয় স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোটকেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করা হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার সকল নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপার সীলমোহরকৃত মোড়কে রাখিবেন এবং এইরূপ মোড়কে তফসিল-৪ এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৮। **ভোটগ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোটদান**।—ভোটগ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৩৯। **ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়**।—(১) ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সম্মুখে প্রিজাইডিং অফিসার পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্সে বা ব্যালট বাক্সসমূহে লাগানো সীলমোহর অক্ষত রহিয়াছে এবং এইরূপ নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহের মধ্য হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে ব্যালট পেপার বাহির করিয়া—

(ক) সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র নির্বাচনের ব্যালট পেপারগুলি পৃথক পৃথক করিয়া লইবেন ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ভোট প্রদানের চিহ্নবিশিষ্ট ব্যালট পেপারগুলিকে নিম্নবর্ণিত ত্রুটিযুক্ত অবৈধ ব্যালট পেপার হইতে আলাদা করিবেন অর্থাৎ যেগুলিতে—

(অ) সরকারী চিহ্ন এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নাই ; অথবা

(আ) প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর ব্যতীত অন্য কোন লিখন আছে অথবা সরকারী চিহ্ন এবং ভোট প্রদানের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন আছে অথবা কাগজের টুকরা বা যে কোন প্রকারের বস্তু সংযোজিত আছে ; অথবা

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের চিহ্ন নাই; অথবা

(ঈ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর পক্ষে একাধিক ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে; অথবা

(উ) এইরূপ চিহ্ন আছে যাহা হইতে ইহা স্পষ্ট হয় না যে কাহার পক্ষে ভোট দেওয়া হইয়াছে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে ভোট চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি দেখা যায় যে, ভোট চিহ্নটির অর্ধাংশের বেশী উক্ত প্রার্থীর প্রতীকসম্বলিত স্থানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোট চিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীকসম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যালট পেপার অবৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের পর প্রিজাইডিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাংকিত মোড়ক খুলিবেন এবং—

(ক) সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র নির্বাচনের জন্য ভোট চিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারগুলি পৃথক পৃথক করিবেন; এবং

(খ) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারগুলি আলাদা করিবেন।

৪০। **ভোট গণনা** ।—(১) বিধি ৩৯ এর বিধান অনুযায়ী ব্যালট পেপারসমূহ বাছাই করিবার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ অথবা নির্বাচন প্রতিনিধি কিংবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে, তাহাদের উপস্থিতিতে—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর পক্ষে বৈধ সকল ভোট আলাদা আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং উক্ত "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাংকিত মোড়কে রক্ষিত ব্যালট পেপারে যে সকল ভোট উক্ত প্রার্থীর বরাবরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রথমোক্ত ভোটের অন্তর্ভুক্ত করিবেন ;

(খ) সাধারণ আসনের কমিশনারের জন্য ফরম "ঝ"তে, সংরক্ষিত আসনের মহিলা কমিশনারের জন্য ফরম "ঝ-১" তে এবং মেয়রের জন্য ফরম "ঝ-২"তে গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন;

(গ) সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার, বৈধ ভোট এবং অবৈধ ভোট হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে সেই সকল ব্যালট পেপারকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইটি আলাদা মোড়কে রাখিবেন এবং উক্ত মোড়কসমূহের প্রত্যেকটিতে ভোটকেন্দ্রের নামসহ মোড়কে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন; অতঃপর এই মোড়ক আটটিতে "..... ভোটকেন্দ্রের আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাংকিত একটি প্রধান মোড়কে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত করিবেন;

(ঘ) উক্ত বিবরণীসমূহ, "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" নামাংকিত মোড়ক এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদিসহ বিধি ৪১ এর বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) প্রয়োজন মনে করিলে স্ব-উদ্যোগে ভোট পুনঃগণনা করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) তাহার বিবেচনা মতে কোন অনুরোধ অযৌক্তিক মনে না হইলে, গণনার সময় উপস্থিত আছেন এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী অথবা কোন নির্বাচন প্রতিনিধি অথবা পোলিং এজেন্টের অনুরোধে ভোট পুনঃগণনা করিতে পারিবেন।

(৩) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি কিংবা পোলিং এজেন্ট দাবী করিলে প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত গণনার বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

৪১। মোড়কে রক্ষণীয় দলিলপত্র ইত্যাদি।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটগুলি পৃথক মোড়কে রাখিবেন;

(খ) প্রতিটি মোড়ক সীলমোহর করিয়া মুখ বন্ধ করিবেন এবং প্রতিটি মোড়কে রক্ষিত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের বিবরণী মোড়কের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন;

(গ) সাধারণ আসনের কমিশনার পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসম্বলিত মোড়কগুলি একটি প্রধান মোড়কে রাখিবেন;

(ঘ) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসম্বলিত মোড়কগুলি অপর একটি প্রধান মোড়কে রাখিবেন;

(ঙ) তদ্রূপ মেয়র পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট-সম্বলিত মোড়কগুলি অন্য একটি প্রধান মোড়কে রাখিবেন;

(চ) উপ-দফা (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত প্রধান মোড়কগুলি সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ছোট মোড়কের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রধান মোড়কের উপর স্বাক্ষর করিবেন।

(ছ) সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার এবং মেয়র পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল অবৈধ ব্যালট পেপার গণনা করা হয় নাই সেইগুলিকে পৃথক পৃথক মোড়কে রাখিবেন এবং মোড়কের উপরে উক্ত পদের নাম ও ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার উপর প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পৃথক পৃথক মোড়কে রাখিয়া উক্ত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন ও মোড়কগুলি সীলমোহর করিবেন ঃ—

(ক) ইস্যুকৃত নহে এরূপ ব্যালট পেপারসমূহ (মুড়িসহ) ;

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(গ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(ঘ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকার অনুলিপিসমূহ ;

(ঙ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িসমূহ ;

(চ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা ;

(ছ) সরকারী চিহ্ন, ভোট প্রদান চিহ্ন (সীল) এবং তাম্র সীল ;

(জ) রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র এবং দ্রব্যাদি।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার সাধারণ আসনে কমিশনার নির্বাচনের ব্যাপারে ফরম "ঞ" তে, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের ব্যাপারে ফরম "ঞ-১" এ এবং মেয়র নির্বাচনের ব্যাপারে ফরম "ঞ-২" এ পৃথক পৃথক ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার এই বিধির অধীন তৎকর্তৃক সীলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরিত প্রতিটি বিবরণী এবং মোড়কের উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী অথবা নির্বাচন প্রতিনিধি অথবা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন, যদি তাহারা উপস্থিত থাকেন ও স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোড়কসমূহ, ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপার হিসাব এবং তৎকর্তৃক গৃহীত অন্যান্য রেকর্ড ও দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪২। **ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা**।—(১) রিটার্নিং অফিসার বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র হইতে বিধি ৪১ এর উপ-বিধি ৫ এ উল্লিখিত ভোট গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপার হিসাব পাইবার সংগে সংগে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের কিংবা তাহাদের নির্বাচন এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের উপস্থিতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, আপত্তিকৃত ভোটসমূহসহ, সাধারণ আসনের কমিশনারের জন্য ফরম 'ট', সংরক্ষিত আসনের কমিশনারের জন্য ফরম 'ট-১' এবং মেয়রের জন্য ফরম 'ট-২'এ একত্রীভূত করিবেন, এবং যে প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন ; এবং যে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর অনুকূলে সমসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের মধ্য হইতে, নির্বাচিত প্রার্থী বাছাই করিবেন এবং এইরূপ বাছাইকৃত প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কিংবা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট দাবী করিলে তাহাকে রিটার্নিং অফিসার ফরম 'ট', ফরম 'ট-১' এবং ফরম 'ট-২'এ একত্রীভূত ভোট গণনার অনুলিপি প্রদান করিবেন।

৪৩। **ফলাফল প্রকাশ**।—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানাসম্বলিত একটি তালিকা ফরম "ঠ"তে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিশন তালিকাটি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবে।

৪৪। **দলিলপত্র সংরক্ষণ**।—রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিধি ৪১ এর অধীন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

৪৫। **দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান**।—(১) ব্যালট পেপার ব্যতীত বিধি ৪৪ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত সকল দলিলপত্র, প্রত্যেক দলিল বাবদ তিন টাকা প্রদান করা হইলে, পরিদর্শনের জন্য অফিস চলাকালে উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের অনুলিপি গ্রহণের পূর্বে উহার প্রতি একশত শব্দ বা উহার ভগ্নাংশ বাবদ তিন টাকা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সংগে প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প থাকিতে হইবে।

৪৬। **দলিলপত্রের ব্যবস্থাপনা**।—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইলে, অথবা বিধি ৫৫ এর অধীন কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করা হইলে, তাহা নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন যেরূপ নির্দেশ দিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে বিধি ৪৪ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্রের ব্যবস্থাপনা করা হইবে।

তৃতীয় ভাগ

নির্বাচনী ব্যয়

৪৭। **নির্বাচন ব্যয়ের সংজ্ঞা**।—"নির্বাচন ব্যয়" অর্থ প্রচারপত্র বা যে কোন প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপহার, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য যে কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ, তবে বিধি ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জামানত এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৪৮। **সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী**।—(১) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখ হইতে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী তাহার নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ড" তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন, যথা ঃ—

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কর্জ বা তাহাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-বিধিতে "আত্মীয়স্বজন" বলিতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর বিবরণীর সহিত ফরম "ঢ"তে তাহার সম্পত্তি, দায়-দেনা এবং বার্ষিক আয়-ব্যয় এর একটি বিবরণী এবং উহার সহিত তিনি যদি আয়কর পরিশোধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সর্বশেষ আয়কর রিটার্নের একটি কপি দাখিল করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীর অনুলিপি এবং উপ-বিধি (২) এ উল্লেখিত রিটার্নের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে, নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎসসমূহের বাহিরে অন্য কোন উৎস হইতে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং উহার উৎস সম্পর্কে একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং একই সংগে উক্ত বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

৪৯। **নির্বাচন ব্যয়ের সীমা**।—(১) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

(২) একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন বাবদ কোন ব্যয় করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একজন প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ অনধিক ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন;

(খ) কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একজন প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ অনধিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন;

(গ) কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট অর্থ খরচ করিবার জন্য নির্বাচন প্রতিনিধির নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত অর্থ মনোহারী দ্রব্যাদি ও ডাকটিকেট ক্রয়, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য ছোটখাটো খরচ বাবদ ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৩) মেয়র পদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং কমিশনার পদে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকার অধিক হইবে না; তবে উক্ত ব্যয়ের মধ্যে উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিগত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (২) অথবা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অথবা উক্ত অর্থের কোন অংশ নিম্নবর্ণিত কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) এক রঙের অধিক রং ব্যবহার করিয়া পোস্টার ছাপানো; অথবা

(খ) আমদানিকৃত কাগজ ব্যবহার করিয়া পোস্টার অথবা অন্য যে কোন প্রচারপত্র ছাপানো; অথবা

(গ) কোন গেট অথবা তোরণ নির্মাণ; অথবা

(ঘ) ৪০০ বর্গফুটের অধিক জায়গার উপর কোন প্যান্ডেল স্থাপন; অথবা

(ঙ) কাপড় ব্যবহার করিয়া ব্যানার তৈরী; অথবা

(চ) একই সময়ে একই ওয়ার্ডে দুইয়ের অধিক শব্দযন্ত্র অথবা লাউড স্পীকার ব্যবহার; অথবা

(ছ) নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময় যে কোন উপায়ে নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ; অথবা

(জ) প্রতি ওয়ার্ডে চার-এর অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস স্থাপন; অথবা

(ঝ) শোভাযাত্রা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন স্থলযান, নৌযান বা আকাশযান ব্যবহার; অথবা

(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আলোকসজ্জা ; অথবা

(ট) এক রঙের অধিক কোন প্রতীক অথবা প্রার্থীর প্রতিকৃতি ব্যবহার ; অথবা

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনী প্রতীক প্রদর্শন।

(৫) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন ব্যক্তি কোন অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে তিনি উহার পরিমাণ এবং পরিশোধের বর্ণনাসম্বলিত একটি বিবরণী নির্বাচন প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিবেন।

৫০। **নির্বাচন প্রতিনিধি কর্তৃক বিবরণী দাখিল**।—(১) বিধি ৪৩ এর অধীনে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হইবার পনের দিনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচন প্রতিনিধি ফরম "ণ" তে নির্বাচন ব্যয়ের একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন; উক্ত বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ও সংযুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হইতে তিনি প্রত্যেক দিন যে অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সপক্ষে বিল, রসিদ এবং ভাউচারসমূহ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচ, যদি থাকে, এর পরিমাণ এবং বিবরণ ;

(গ) নির্বাচন প্রতিনিধি জ্ঞাত আছেন এমন ধরণের সকল বিতর্কিত দাবীর বিবরণ;

(ঘ) নির্বাচন প্রতিনিধি জ্ঞাত আছেন এমন ধরণের সকল অপরিশোধিত দাবীর বিবরণ;

(ঙ) প্রত্যেক উৎসের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নির্বাচন ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং উক্ত অর্থ প্রাপ্তির সপক্ষে প্রমাণাদিসহ বিবরণ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি ফরম "ত" অথবা ফরম "ত-১" অথবা যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নাই সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রার্থী ফরম "ত-২" এ একটি এফিডেভিট দাখিল করিবেন;

(৩) নির্বাচন প্রতিনিধি উপ-বিধি (১) অনুযায়ী বিবরণী এবং উপ-বিধি (২) অনুযায়ী এফিডেভিট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় উক্ত বিবরণী এবং এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

চতুর্থ ভাগ

নির্বাচনী বিরোধ

৫১। **নির্বাচনী দরখাস্ত।**—(১) উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্বাচনী দরখাস্তের মাধ্যম ব্যতীত কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(২) যে কোন প্রার্থী তিনি যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৫২। **নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ।**—নির্বাচনী দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসাবে যুক্ত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থী; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণের অভিযোগ আনা হয়।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে, "দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণ" অর্থ এই বিধিমালার পঞ্চম ভাগের তাৎপর্যাধীন "দুর্নীতিমূলক আচরণ বা বেআইনী আচরণ"।

৫৩। **ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ।**—(১) নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত এলাকার জন্য একজন যুগ্ম-জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে লইয়া নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয় সেই ব্যক্তির স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইলে, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সমক্ষে নির্বাচনী দরখাস্তের উপর বিচারকার্য চলিতে থাকিবে এবং ইতিপূর্বে রেকর্ডকৃত যে কোন সাক্ষ্য রেকর্ডভুক্ত থাকিবে এবং ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৫৪। **দরখাস্ত বদলীকরণের ক্ষমতা।**—নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের কোন এক পক্ষ কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে পেশকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে কোন একটি নির্বাচনী দরখাস্ত এক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনাল বদলী করিতে পারিবেন এবং যে ট্রাইব্যুনাল তাহা এইরূপে বদলী করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত যে ট্রাইব্যুনাল বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৫৫। **দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি**।—(১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪৩ এর অধীন সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল সমীপে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(২) নির্বাচনী দরখাস্ত প্রার্থী স্বয়ং কিংবা তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) বিধি (১) এর অধীন প্রত্যেকটি দরখাস্তের সাথে, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জামানত হিসাবে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত খাতে একহাজার টাকা জমা করা হইয়াছে এই মর্মে একটি রসিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে যে কোন সময়ে, দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থও উপ-বিধি (৩) এ বিধৃত একই পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক জমা করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রার্থীত প্রতিকার স্পষ্টরূপে নির্বাচনী দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫৬। **প্রতিকার**।—দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘোষণা দাবী করিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছে;

(খ) নির্বাচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল।

৫৭। **দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন**।—প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত, দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং তাহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন Plaint সত্যায়নের জন্য ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫৮। **ট্রাইব্যুনালে অনুসরণীয় পদ্ধতি**।—এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব উহার অনুরূপ পদ্ধতি মোতাবেক বিচার করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল—

(ক) ট্রাইব্যুনাল কোন সাক্ষীর জবানবন্দী চলাকালে তৎপ্রদত্ত স্বাক্ষের সারমর্ম সম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করিবে, যদি না কোন সাক্ষীর পূর্ণ স্বাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া উহা বিবেচনা করে ; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, তাঁহার স্বাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে তাঁহাকে (স্বাক্ষ্যদানের জন্য) ডাকা হইয়াছে।

৫৯। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা**।— Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধিন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা একটি ট্রাইব্যুনালে থাকিবে এবং উহা Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর Sections 480 ও 482 এর তাৎপর্যাধীন একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬০। **দরখাস্ত বিচার করা**।— (১) ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পাইলে তৎসম্পর্কে সকল বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল, দরখাস্তকারীকে এবং হাজিরাদানকারী বিবাদীগণকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানীর সুযোগ প্রদান এবং প্রদত্ত স্বাক্ষ্য গ্রহণের পর উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন কিংবা সামগ্রিকভাবে কোন নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করিবে না, যদি না ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধিমালা পালনে ব্যর্থতাহেতু বা উহা লঙ্ঘনের কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৬১। **নির্বাচনী দরখাস্ত প্রত্যাহার ও বাতিল**।—(১) নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার চলাকালে যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী উহা উঠাইয়া লইতে পারে।

(২) দরখাস্তকারীর মৃত্যু হইলে নির্বাচনী দরখাস্তটি বাতিল হইয়া যাইবে।

৬২। **খরচ**।—ট্রাইব্যুনাল, বিধি ৬০ এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করিলে, খরচ সম্পর্কে উহার বিবেচনামতে যথোপযুক্ত আদেশও দিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব,দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উক্ত খরচ পরিশোধ করা হইবে; এবং যদি দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট দিনের মধ্যে দাবী করা না হয় তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ, আবেদনক্রমে, দরখাস্তকারীকে অথবা তাঁহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

পঞ্চম ভাগ

অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি

৬৩। **দুর্নীতিমূলক আচরণ**।—(১) কোন ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে, দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ অথবা অসংগত প্রভাব খাটাইবার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৪৮ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন; অথবা

(গ) বিধি ৪৯ এর কোন বিধান লংঘন করিয়া থাকেন ; অথবা

(ঘ) অপর কোন প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহদান বা নির্বাচন সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থীর বা তাঁহার কোন আত্মীয়-স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এইরূপ মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন যাহা শেষোক্ত প্রার্থীর নির্বাচনকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করিতে পারে যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিবৃতিটি সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল এবং তিনি তদরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন; অথবা

(ঙ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে উক্ত প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে বরাদ্দ করা হউক বা না হউক, মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(চ) কোন প্রার্থীর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁহার পক্ষে ভোট দান বা তাহাকে ভোট দান হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান জানান বা প্ররোচিত করেন; অথবা

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে সমর্থন দান করিবার বা তাঁহার বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত,ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে কোন ভোটার আনা-নেওয়ার জন্য কোন যানবাহন বা নৌযান ভাড়া দেন, ধার দেন, নিয়োজিত করেন, ভাড়া করেন,ধার নেন বা ব্যবহার করেন—

(অ) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজেকে বা তিনি যেই পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের কোন সদস্য ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন;

(আ) যে ক্ষেত্রে ভোটার নিজেকে বা কতিপয় ভোটার নিজেদেরকে ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন; অথবা

(ঝ) তিনি ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ও ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান কোন ব্যক্তিকে ভোট না দিয়া, চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন বা করিবার উদ্যোগ নেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কিন্তু অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

(৬৪) **বেআইনী আচরণ**।—(১) কোন ব্যক্তি বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ বা অর্জন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; অথবা

(খ) বিধি ৪৮ অথবা ৫০ এর বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হন; অথবা

(গ) ভোটদানের জন্য যোগ্য না হন বা অযোগ্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঘ) একই ভোটকেন্দ্রে একাধিক বার ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঙ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(চ) ভোট গ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন; অথবা

(ছ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে উপরি উক্ত যে কোন কার্য করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কিন্তু অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৬৫। **আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি**।—কোন ব্যক্তি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আচরণ বিধি ভংগ করিলে তিনি অন্যূন দুই হজার টাকা এবং অনধিক পাচ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬৬। **ঘুষ**।—কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের দায়ে দোষী হইবে যদি তিনি নিজে কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—

(ক) কোন নির্বাচনে ভোট দান করা বা ভোট দানে বিরত থাকা অথবা প্রার্থী হইতে কিংবা তাহা হইতে বিরত থাকিবার কারণে উৎকোচ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে কোন উৎকোচ দেন, দেওয়ার প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি দেন, যথা—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখা, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে বা দেওয়া হইতে বিরত রাখা, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিবার জন্য প্ররোচিত করা; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকিবার কারণে, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকিবার কারণে, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবার কারণে পুরস্কৃত করা।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে "উৎকোচ" বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য উৎকোচ অথবা আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্বাধিক আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

৬৭। **ছদ্মবেশ ধারণ**।—কোন ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে ভোট দেন, বা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন।

৬৮। **অসংগত প্রভাব**—কোন ব্যক্তি অসংগত প্রভাবের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা, বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে—

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন জখম, ক্ষতি, অনিষ্ট বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন; অথবা

(উ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন;

(ঊ) তিনি, কোন ব্যক্তি ভোট দেওয়ার বা ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবার কারণে, দফা (ক)-তে উল্লিখিত যে কোন কাজ করেন;

(ঋ) তিনি, মনুষ্য অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে—

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগের অসুবিধা সৃষ্টি বা বাঁধা দান করেন; অথবা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট দান করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে বাঁধা, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে "ক্ষতি" বলিতে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিস্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬৯। **সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ**।—(১) কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত্রি হইতে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিবেন না অথবা কোন মিছিলের আয়োজন করিবেন না বা উহাতে যোগদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলী লংঘন করিলে তিনি অন্যূন দুই বৎসর কিন্তু অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

৭০। **ভোটকেন্দ্র বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ**।—কোন ব্যক্তি অন্যূন ছয় মাস কিন্তু অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি, ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে,—

(ক) ভোটের জন্য ক্যানভাস করেন; অথবা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোটের জন্য অনুরোধ করেন; অথবা

(গ) নির্বাচনে কোন ভোটারকে কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট দান না করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; অথবা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, এবং ভোটকেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করিবার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন সঙ্কেত দেন, নোটিশ বা নিশান বা পতাকা প্রদর্শন করেন কিংবা ভোটারগণকে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করেন।

৭১। **ভোটকেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃংখল আচরণ।**—কোন ব্যক্তি অন্যূন ছয় মাস কিন্তু অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি নির্বাচনের তারিখে—

(ক) ভোটকেন্দ্রের মধ্যে শ্রবণযোগ্য কোন পদ্ধতিতে কোন গ্রামোফোন, মেগাফোন, লাউডস্পীকার বা শব্দ পুনরুৎপাদন বা সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করেন, অথবা

(খ) ভোটকেন্দ্রের মধ্যে অবিরতভাবে শোনা যায় এইরূপে চিৎকার করিতে থাকেন;

(গ) এইরূপ কোন কাজ করেন যাহা—

(অ) ভোট কেন্দ্রে ভোট দানের জন্য আগত কোন ভোটারকে উত্যক্ত করে বা বিরক্ত করে ; অথবা

(আ) কোন ভোটকেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের কর্তব্য পালনে বা অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে বাধা দান করে; অথবা

(ঘ) উপরি-উক্ত যে কোন কার্য সম্পাদনে সহায়তা দান করেন।

৭২। **কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি অন্যূন তিন বৎসর কিন্তু অনধিক দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা কোন ব্যালট পেপারে সরকারী চিহ্ন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন ; অথবা

(খ) কোন ব্যালট পেপার ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাহিরে লইয়া যান কিংবা যে ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে রাখিবার জন্য তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে সেই ব্যালট পেপারটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে রাখেন ; অথবা

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে—

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন ; বা

(২) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের মোড়ক নষ্ট, গ্রহণ, উন্মুক্ত বা উহাতে প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করেন ; বা

(৩) এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে সংযুক্ত কোন সীলমোহর ভাংগিয়া ফেলেন ; অথবা

(ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা সরকারী চিহ্ন জাল করেন ; অথবা

(ঙ) নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর যে কার্যপদ্ধতি চালু, পরিচালনা বা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন উহাতে কোন বিলম্ব বা বাধা দান করেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন কেরানী যিনি উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অন্যূন তিন বৎসর কিন্তু অনধিক দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডণীয় হইবেন।

৭৩। **ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ।**—কোন ব্যক্তি অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনধিক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দন্ডিত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(খ) যে প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা দিয়াছেন সেই প্রার্থী সম্পর্কে কোন ভোটকেন্দ্র হইতে যে কোন পন্থায় তথ্য সংগ্রহ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন ; অথবা

(গ) যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা ভোট দিয়াছেন তাহার সম্পর্কে কোন ভোটকেন্দ্রে সংগৃহীত কোন তথ্য যে কোন সময়ে আদান-প্রদান করেন।

৭৪। **গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা।**—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী, নির্বাচন প্রতিনিধি, পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনধিক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে অথবা রক্ষা করিবার জন্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন ; অথবা

(খ) কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সরকারী চিহ্ন সম্পর্কে কোন তথ্য ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন ; অথবা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে ভোট গণনার সময় কোন প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

৭৫। **সরকারী কর্মচারীর পক্ষপাতিত্বের অপরাধ ও দন্ড।**—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদনকারী অন্য কোন অফিসার বা কেরানী অথবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনধিক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়া—

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোট দানে প্ররোচিত করেন ; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে এই বিধিমালার বিধান অনুসরণ ব্যতীত ভোট দান হইতে বিরত রাখেন ; অথবা

(গ) কোন ব্যক্তির ভোটদানকে যে কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন ; অথবা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে কোন কাজ করেন।

৭৬। **নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য লংঘন**।—রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, অথবা এই বিধিমালার দ্বারা বা অধীন অনুরূপ কোন অফিসার কর্তৃক আরোপিত তাহার সরকারী কর্তব্য সম্পর্কে নিয়োজিত, কোন ব্যক্তি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক পাচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ন্যায়সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য করিয়া বা না করিয়া উক্তরূপে কোন সরকারী কর্তব্য লংঘন করেন।

৭৭। **সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক সহায়তা**।—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে তাহার সরকারী মর্যাদার অপব্যবহার করিলে তিনি অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনধিক পাচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৭৮। **কতিপয় পরিস্থিতিতে পুলিশের ক্ষমতা**।—একজন পুলিশ কর্মকর্তা—

(ক) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি—

(অ) বিধি ৭১ এর বিধানমতে কোন অপরাধ করেন এবং সে কারণে যদি প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন ;

(আ) বিধি ৩২ এর বিধান অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র হইতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বহিস্কৃত হইবার পর ভোটকেন্দ্রে কোন অপরাধ করেন ;

(খ) যে কোন নোটিশ, চিহ্ন, ব্যানার বা পতাকা সরাইয়া ফেলিতে পারিবেন, যদি উহা বিধি ৭০ এর বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হয় ;

(গ) যে কোন যন্ত্রপাতি জব্দ করিতে পারিবেন, যদি উহা বিধি ৭১ এর বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হয় ; এবং উক্ত লংঘন রোধকল্পে যুক্তিসংগত বলপ্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেও পারিবেন।

৭৯। **সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।—নির্বাচন কমিশনের আদেশ অথবা অনুমোদনসহ লিখিত অভিযোগ দায়ের ব্যতিরেকে কোন আদালত বিধি ৭২(২), ৭৪, ৭৫, ৭৬ অথবা ৭৭ এর অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮০। **কতিপয় মামলার মেয়াদ**।—বিধি ৬৩ বা ৬৪ এর অধীন অপরাধের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে ; অথবা

(খ) যে নির্বাচন অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে তাহা কোন নির্বাচনী দরখাস্ত সাপেক্ষে হইলে এবং কোন ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, উক্ত আদেশের তারিখের তিন মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে।

তফসিল-১

ফরম "ক"

[বিধি ১২(৩) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

.....সিটি কর্পোরেশন

সাধারণ আসনের ওয়ার্ড নম্বর..... থানা.....

১। প্রার্থীর নাম.....

২। পিতার/স্বামীর নাম.....

৩। বাসস্থানের ঠিকানা.....

৪। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৫। প্রস্তাবকারীর নাম.....

৬। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৭। সমর্থনকারীর নাম.....

৮। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম বা নম্বর এবং সেই তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৯। প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতীকের নাম.....

১০। বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার রসিদ/ট্রেজারী চালান এই সংগে সংযোজিত করিতে হইবে .....

১১। প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই এবং তারিখ .....

১২। সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই এবং তারিখ .....

আমি উক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আপাততঃ প্রচলিত কোন আইন অনুসারে কমিশনার পদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য নহি।

তারিখ.....

.....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই

(ফরম "ক" এর ২য় পৃষ্ঠা)

(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

ক্রমিক সংখ্যা.....

মনোনয়নপত্র দাখিলের সার্টিফিকেট

.....সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের .....নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচন প্রার্থী জনাব/বেগম.....
.....(নাম) এর মনোনয়নপত্র.....তারিখে .....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ..... .....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সার্টিফিকেট

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখা যায় যে, সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনে তাঁহারা যথাক্রমে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীক.....
মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখান করা হইল ঃ
.....
.....
.....
.....
.....

তারিখ..... .....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

.....

ক্রমিক নং.....

প্রাপ্তি স্বীকৃতি

.....সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচন প্রার্থী জনাব/বেগম.....(নাম) এর মনোনয়ন পত্র.....তারিখে .....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়ন বাছাই.....তারিখে.....হইতে.....ঘটিকার মধ্যে.....অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ..... .....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ক-১"

[বিধি ১২(৩) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

.....সিটি কর্পোরেশন,

সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর..... থানা.....

১। প্রার্থীর নাম.....

২। পিতার/স্বামীর নাম.....

৩। বাসস্থানের ঠিকানা.....

৪। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৫। প্রস্তাবকারীর নাম.....

৬। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৭। সমর্থনকারীর নাম.....

৮। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম বা নম্বর এবং সেই তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৯। প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতীকের নাম.....

১০। বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার রসিদ/ট্রেজারী চালান এই সংগে সংযোজিত করিতে হইবে .....

১১। প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই এবং তারিখ .....

১২। সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই এবং তারিখ .....

আমি উক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আপাততঃ প্রচলিত কোন আইন অনুসারে সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য নহি।

তারিখ.....

.....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই

(ফরম "ক-১" এর ২য় পৃষ্ঠা)

(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

ক্রমিক সংখ্যা.....

মনোনয়নপত্র দাখিলের সার্টিফিকেট

.....সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের .....নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচন প্রার্থী জনাব/বেগম.....

.....(নাম) এর মনোনয়নপত্র.....তারিখে .....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সার্টিফিকেট

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখা যায় যে, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে তাঁহারা যথাক্রমে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীক.....

মনোনয়ন পত্রটি পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করা হইল ঃ

.....

.....

.....

.....

.....

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

.....

ক্রমিক নং.....

প্রাপ্তি স্বীকৃতি

.....সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের.....নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদে নির্বাচন প্রার্থী বেগম.....(নাম) এর মনোনয়নপত্র.....তারিখে .....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়ন বাছাই.....তারিখে.....হইতে.....ঘটিকার মধ্যে.....অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ক-২"

[বিধি ১২(৩) দ্রষ্টব্য]

মেয়র নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

.....সিটি কর্পোরেশন.....

.....

.....

১। প্রার্থীর নাম.....

২। পিতার/স্বামীর নাম.....

৩। বাসস্থানের ঠিকানা.....

৪। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৫। প্রস্তাবকারীর নাম.....

৬। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৭। সমর্থনকারীর নাম.....

৮। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম বা নম্বর এবং সেই তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক সংখ্যা .....

৯। প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতীকের নাম.....

১০। বিধি ১৩(১) অনুসারে জমাকৃত টাকার রসিদ/ট্রেজারী চালান এই সংগে সংযোজিত করিতে হইবে .....

১১। প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই এবং তারিখ .....

১২। সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই এবং তারিখ .....

আমি উক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আপাততঃ প্রচলিত কোন আইন অনুসারে মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য নহি।

তারিখ.....

.....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাংগুলির টিপসই

(ফরম "ক-২" এর ২য় পৃষ্ঠা)

(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

ক্রমিক সংখ্যা.....

মনোনয়নপত্র দাখিলের সার্টিফিকেট

.....সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন প্রার্থী জনাব/বেগম.....

.....(নাম) এর মনোনয়নপত্র.....তারিখে .....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সার্টিফিকেট

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখা যায় যে, তাঁহারা যথাক্রমে মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্র প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীক.....

মনোনয়ন পত্রটি পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করা হইল ঃ

.....

.....

.....

.....

.....

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

.....

ক্রমিক নং.....

প্রাপ্তি স্বীকৃতি

.....সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন প্রার্থী জনাব/বেগম.....(নাম) এর মনোনয়নপত্র.....তারিখে .....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়ন বাছাই..... তারিখে.....হইতে.....ঘটিকার মধ্যে.....স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "খ"

[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

(জামানত বহির ফরম)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যাংক বা ট্রেজারী রসিদের বিবরণ বা নগদ টাকায় প্রাপ্ত হইলে "গ" ফরমে প্রদত্ত রসিদের বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	নগদ জমার ব্যবস্থা এবং মন্তব্য যদি থাকে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম "গ"

[বিধি ১৩(৪) দ্রষ্টব্য]

রসিদ

(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে)

ক্রমিক সংখ্যা.....

সাধারণ আসনের/সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর (কমিশনারের জন্য).....

প্রাপ্ত টাকার অংশ.....

জমাদানকারী.....

জামানত বহিতে ক্রমিক সংখ্যা.....

প্রার্থীর নাম.....

তারিখ.....

.....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ক্রমিক সংখ্যা.....

সাধারণ আসনের/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার/ মেয়র পদে সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থী জনাব.....এর নিকট হইতে নগদ.....টাকা (অক্ষরে) .....টাকা বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে..... ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

তারিখ..... .....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর।

ফরম "ঘ"

[বিধি ১৮ দ্রষ্টব্য]

.....সিটি কর্পোরেশনে সাধারণ আসনে/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার/মেয়র পদে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা।

সাধারণ আসনের/সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর (কমিশনারের জন্য).....

.....

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

স্থান.....

তারিখ.....

.....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

ফরম "ঙ"

[বিধি ২১ দ্রষ্টব্য]

.....সিটি কর্পোরেশনে সাধারণ আসনের .....নং ওয়ার্ডের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের.....নং ওয়ার্ডের কমিশনার/মেয়র পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের রিটার্ন।

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম.....
পিতা/স্বামী.....ঠিকানা.....
.....সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের.....নং ওয়ার্ডের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের.....নং ওয়ার্ডের কমিশনার/মেয়র পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখ..... .....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বিঃ দ্রঃ অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

ফরম "চ"

[বিধি ২২(২) দ্রষ্টব্য]

.....সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তালিকা

সাধারণ আসনের/সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নং.....

..... (কমিশনারের জন্য)

ক্রমিক সংখ্যা	বাংলা ভাষার বর্ণনানুক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম
১	২	৩	৪

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী.....তারিখে সকাল.....হইতে বৈকাল.....ঘটিকা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হইবে।

স্থান.....

তারিখ.....

.....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বিঃদ্রঃ অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন)

ফরম "ছ"

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার .....
ক্রমিক সংখ্যা.....	নাম.....প্রতীক .....
ওয়ার্ডের নম্বর (বা নাম).....	নাম.....প্রতীক .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের নম্বর.....	নাম.....প্রতীক .....

ফরম "ছ-১"

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার .....
ক্রমিক সংখ্যা.....	নাম.....প্রতীক .....
সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নম্বর (বা নাম)	নাম.....প্রতীক .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের নম্বর.....	নাম.....প্রতীক .....
	নাম.....প্রতীক .....

ফরম "ছ-২"

[বিধি ২৯(৩) দ্রষ্টব্য]

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার .....
ক্রমিক সংখ্যা.....	নাম.....প্রতীক .....
ওয়ার্ডের নম্বর (বা নাম).....	নাম.....প্রতীক .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের নম্বর.....	নাম.....প্রতীক .....
	নাম.....প্রতীক .....

ফরম "জ"

[বিধি ৩৬(২) দ্রষ্টব্য]

আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা

.....সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ আসনের মেয়র/কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচন

ওয়ার্ড নম্বর (কমিশনারের জন্য).....হইতে

ক্রমিক সংখ্যা	ভোটারের নাম	ভোটার যে ওয়ার্ডে ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছে তাহার নম্বর বা নাম	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা	আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারী যদি থাকে তাহার নাম	আপত্তিকারীর নাম এবং ঠিকানা	প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে, আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ ৫.০০ টাকা হারে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট.....টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট আমি জমা দিব।

স্থান.....

তারিখ.....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ঝ"

[বিধি ৪০(১) (খ) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ
(যে ক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের জন্য একাধিক ভোট কেন্দ্র)

.....কর্পোরেশন.....

থানা..... ভোটকেন্দ্র.....

ওয়ার্ড নং..... (নাম).....

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত ভোট	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
(১)						
(২)						
(৩)						
(৪)						
(৫)						

তারিখ.....

.....
প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ঝ-১"

[বিধি ৪০(১) (খ) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

.....কর্পোরেশন.....

থানা..... ভোটকেন্দ্র.....

ওয়ার্ড নং..... (নাম).....

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত ভোট	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
(১)						
(২)						
(৩)						
(৪)						
(৫)						

তারিখ.....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ঝ-২"

[বিধি ৪০(১) (খ) দ্রষ্টব্য]

মেয়র পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

.....সিটি কর্পোরেশন.....

..... ভোট কেন্দ্র.....

ওয়ার্ড (নং বা নাম).....

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ ভোটের সংখ্যা		
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত ভোট	মোট	অবৈধ ভোট	আপত্তিকৃত অবৈধ ভোট	মোট
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(গ)
(১)								
(২)								
(৩)								
(৪)								
(৫)								

তারিখ.....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ঞ"

সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনে ব্যালট পেপার হিসাব

[বিধি ৪১(৩) দ্রষ্টব্য]

.....সিটি কর্পোরেশন.....

ওয়ার্ড নম্বর (বা নাম).....ভোটকেন্দ্র.....

১।	ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা	.....
২।	ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা	.....
৩।	প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ১ অনুসারে)	.....
৪।	অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ২ অনুসারে)	.....
৫।	ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা (ক্রমিক নং ৩ হইতে ক্রমিক নং ৪ বিযোজ্য)	.....
৬।	নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	.....
৭।	ব্যালট বাক্সে যে পরিমাণ ব্যালট পেপার থাকা উচিত উহার সংখ্যা (ক্রমিক নং ৫ হইতে ক্রমিক নং ৬ বিযোজ্য)	.....
৮।	ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা	.....
৯।	গণনা হইতে বাদ দেওয়া মোট অবৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা	.....

তারিখ.....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ঞ-১"

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের ব্যালট পেপার হিসাব

[বিধি ৪১(৩) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

..... সিটি কর্পোরেশন

ওয়ার্ড নং (বা নাম) ..... ভোটকেন্দ্র .....

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা .....

২। ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা .....

৩। প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ১ অনুসারে) .....

৪। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ২ অনুসারে) .....

৫। ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা (ক্রমিক নং ৩ হইতে ক্রমিক নং ৪ বিয়োজ্য) .....

৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

৭। ব্যালট বাক্সে যে পরিমাণ ব্যালট পেপার থাকা উচিত উহার সংখ্যা (ক্রমিক নং ৫ হইতে ক্রমিক নং ৬ বিয়োজ্য) .....

৮। ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

৯। গণনা হইতে বাদ দেওয়া মোট অবৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

তারিখ.....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "এ-২"

মেয়র নির্বাচনের ব্যালট পেপার হিসাব

..... সিটি কর্পোরেশন

ওয়ার্ড নং (বা নাম)..... ভোট কেন্দ্র .....

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা .....

২। ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা .....

৩। প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ১ অনুসারে) .....

৪। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ২ অনুসারে) .....

৫। ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা (ক্রমিক নং ৩ হইতে ক্রমিক নং ৪ বিয়োজ্য) .....

৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

৭। ব্যালট বাক্সে যে পরিমাণ ব্যালট পেপার থাকা উচিত উহার সংখ্যা (ক্রমিক নং ৫ হইতে ক্রমিক নং ৬ বিযোজ্য) .....

৮। ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

৯। গণনা হইতে বাদ দেওয়া মোট অবৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

তারিখ.....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম "ট"

ফরম "ট"

[বিধি ৪২(১) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণ

..... সিটি কর্পোরেশন

সাধারণ আসনের কমিশনার ওয়ার্ড নম্বর (বা নাম) .....

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোট (আপত্তিকৃত ভোটসহ)						প্রতি ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা		
		ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	বৈধ	অবৈধ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম .....

পিতা/স্বামী ..... ঠিকানা .....

সাধারণ আসনের কমিশনার পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখ .....

.....

রিটার্নিং অফিসার

স্থান .....

ফরম "ট-১"

[বিধি ৪২(১) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণ।

..... সিটি কর্পোরেশন

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার ওয়ার্ড নম্বর (বা নাম) .....

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোট (আপত্তিকৃত ভোটসহ)						প্রতি ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা		
		ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	বৈধ	অবৈধ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম .....
পিতা/স্বামী ..... ঠিকানা .....
সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছে।

তারিখ .....

.....
রিটার্নিং অফিসার

স্থান .....

ফরম "ট-২"

[বিধি ৪২(১) দ্রষ্টব্য]

..... সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোট (আপত্তিকৃত ভোটসহ)						প্রতি ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা		
		ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	বৈধ	অবৈধ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম .....

পিতা/স্বামী ..... ঠিকানা .....

মেয়র পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছে।

তারিখ .....

.....

রিটার্নিং অফিসার

স্থান .....

ফরম "ঠ"

[বিধি ৪৩ দ্রষ্টব্য]

মেয়র, সাধারণ আসনের কমিশনার, সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তালিকা

.....সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যে ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর/নাম	মন্তব্য

তারিখ .....

.....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

(বিঃ দ্রঃ—প্রথমে মেয়র, অতঃপর সংরক্ষিত আসনের কমিশনারগণের এবং তৎপরে সাধারণ আসনের কমিশনারগণের নাম লিখিতে হইবে)।

ফরম "ড"

[বিধি ৪৮(১)(দ্রষ্টব্য]

.....সিটি কর্পোরেশনের মেয়র .....নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম.....

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর ঠিকানা.....

ক অংশ—নিজ আয় হইতে সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎসসমূহ

খ অংশ—আত্মীয়-স্বজন হইতে কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়ের নাম	আত্মীয়ের ঠিকানা	সম্পর্কের বিবরণ	আত্মীয়ের আয়ের উৎস

গ অংশ—আত্মীয়-স্বজনের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়ের নাম	আত্মীয়ের ঠিকানা	সম্পর্কের বিবরণ	আত্মীয়ের আয়ের উৎস

(ফরম ড এর ২য় পৃষ্ঠা)

ঘ অংশ—আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর্জ বাবদ প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

ঙ অংশ—আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

চ অংশ—রাজনৈতিক দল/সংগঠন/সংস্থা/সমিতি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	রাজনৈতিক দল/সংগঠন/সংস্থা/ সমিতির নাম	রাজনৈতিক দল/সংগঠন/সংস্থা/ সমিতির প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা

ছ অংশ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ অংশ ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	উৎসসমূহের নাম/বিবরণ	উৎসসমূহের ঠিকানা

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

ফরম "চ"

[বিধি ৪৮(২) দ্রষ্টব্য]

..... সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ..... নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের নিমিত্তে সম্পত্তি ও দায়-দেনা এবং আর্থিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম.....

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর ঠিকানা ঃ.....

ক অংশ—স্থাবর সম্পত্তি (বাড়ী ব্যতীত)

মোট আয়তন	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য

খ অংশ—বাড়ীঘর

গৃহের প্রকৃত সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য

গ অংশ—অন্যান্য সম্পত্তি

অন্যান্য সম্পত্তি যেমনঃ সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য

ঘ অংশ—দায়-দেনা

দায়-দেনার প্রকৃতি ও বিবরণ	আনুমানিক মূল্য

ঙ অংশ—বার্ষিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বার্ষিক আয়	আনুমানিক বার্ষিক ব্যয়

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর স্বাক্ষর.....

তারিখ .....

(ফরম ঢ এর ২য় পৃষ্ঠা)

গ অংশ—বিতর্কিত হিসাব

যে তারিখে দাবী উপস্থাপিত হয়	দাবীকারীর নাম এবং ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমাণ	যে কারণে দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত
ক	খ	গ	ঘ	ঙ

ঘ অংশ—দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

যে তারিখে দাবী উপস্থাপিত হয়	দাবীকারীর নাম এবং ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ যে কারণে অপরিশোধিত রহিয়াছে
ক	খ	গ	ঘ	ঙ

ঙ অংশ—নির্বাচন প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত অর্থ ইত্যাদির হিসাব

যে তারিখে নির্বাচনী প্রতিনিধি কর্তৃক অর্থ সিকিউরিটি অথবা উহার সমতুল্য অর্থ গৃহীত হয়	যে ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ ইত্যাদি গৃহীত হয় তাহাদের নাম এবং ঠিকানা	অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য	যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়
ক	খ	গ	ঘ

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর স্বাক্ষর.....

তারিখ.....

ফরম "ণ"

[বিধি ৫০(১) দ্রষ্টব্য]

সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/.....নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম..... নির্বাচন প্রতিনিধির নাম .....

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর ঠিকানা .....নির্বাচন প্রতিনিধির ঠিকানা .....

ক অংশ—নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে খরচ করা হয় অথবা অনুমোদন প্রাপ্ত হয়	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ-কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার-সমূহের ক্রমিক নং	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে (যদি থাকে) বিলসমূহের ক্রমিক নং	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (১)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (২)	(১) এবং (২) এর যোগফল					
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ

(ফরম 'ণ' এর ২য় পৃষ্ঠা)

খ অংশ—প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে খরচ করা হইয়াছে	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ-কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার-সমূহের ক্রমিক নং	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে (যদি থাকে) বিলসমূহের ক্রমিক নং	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (১)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (২)	(১) এবং (২) এর যোগফল					
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ

ফরম "ত"

[বিধি ৫০(২) দ্রষ্টব্য]

যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি..... (নাম) .....সিটি কর্পোরেশন ..... নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে/মেয়র নির্বাচনে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

(১) উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা জামানত বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

(২) নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল এবং অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান এবং বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

তারিখ.....

.....
প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর স্বাক্ষর

জনাব/বেগম..... (নাম) .....

ঠিকানা .....

জনাব/বেগম ..... ঠিকানা .....

কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য ..... তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছে।

.....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম "ত-১"

[বিধি ৫০(২) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইলে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি..... (নাম) .....সিটি কর্পোরেশনের..... নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনে/মেয়র নির্বাচনে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

(১) উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি..... (নাম) .... (ঠিকানা) কে আমার নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময়ে আমার নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কৃত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা জামানত বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত যাবতীয় পাওনা, মীমাংসাকৃত যাবতীয় দাবী ও সকল হিসাব তাহার দ্বারা অথবা তাহার নিয়ন্ত্রণে এবং নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

(২) ব্যক্তিগত ব্যয় এবং নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত ব্যয়ের যাবতীয় তথ্য উপরিউক্ত প্রতিনিধিকে আমি সরবরাহ করিয়াছি এবং উক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

(৩) নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীতে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ .....

.....
প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর স্বাক্ষর

জনাব/বেগম..... (নাম) .....
ঠিকানা ..... যিনি জনাব/বেগম .....
ঠিকানা ..... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য .....
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছে।

.....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

ফরম "ত-২"

[বিধি ৫০(২) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী প্রতিনিধির হলফনামা

আমি.....(নাম).....

ঠিকানা.....

সিটি কর্পোরেশনের..... সাধারণ আসনের কমিশনার/সংরক্ষিত আসনের কমিশনার/মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী জনাব/বেগম .....

পিতা/স্বামী ..... নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কৃত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা জামানত এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা আমার জানামতে, আমার নিয়ন্ত্রণে এবং নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীতে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য দিয়াছি এবং উক্ত বিবরণীর সহিত যে সকল ভাউচার ও বিল এবং অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

তারিখ .....

.....

নির্বাচনী প্রতিনিধির স্বাক্ষর

জনাব/বেগম ..... ঠিকানা .....যিনি জনাব/বেগম ..... ঠিকানা ..... কর্তৃক সনাক্তকৃত ..... অদ্য ..... তারিখ ..... (দিন) আমার সম্মুখে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধচিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

.....

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর স্বাক্ষর

তফসিল-২

[বিধি ১৫(৩) দ্রষ্টব্য]

সাধারণ আসনের কমিশনার পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

১।	আনারস	১১।	তারা
২।	উড়োজাহাজ	১২।	দোয়াত-কলম
৩।	কাপ-পিরিচ	১৩।	পদ্মফুল
৪।	কাস্তে	১৪।	প্রজাপতি
৫।	গাভী	১৫।	বাস
৬।	ঘুড়ি	১৬।	বালতি
৭।	চাবি	১৭।	মোরগ
৮।	চাঁদ	১৮।	মোমবাতি
৯।	টেবিল	১৯।	মই
১০।	টেলিভিশন	২০।	হাতি

তফসিল-২ক

[বিধি ১৫(৩) দ্রষ্টব্য]

সংরক্ষিত আসনের কমিশনার পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

১।	আম	৭।	বৈদ্যুতিক পাখা
২।	কলস	৮।	বৈদ্যুতিক বাল্ব
৩।	কেটলী	৯।	রিক্সা
৪।	কোদাল	১০।	হরিণ
৫।	টেলিফোন	১১।	হাঁস
৬।	ডাব	১২।	সেলাই মেশিন

তফসিল-৩

[বিধি ১৫(৩) দ্রষ্টব্য]

মেয়র পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

১।	কবুতর	৮।	জাহাজ
২।	গরুর গাড়ী	৯।	তালা
৩।	গোলাপ ফুল	১০।	বাই-সাইকেল
৪।	ঘড়ি	১১।	বই
৫।	চেয়ার	১২।	বাঘ
৬।	চাকা	১৩।	মাছ
৭।	ছাতা	১৪।	হারিকেন

তফসিল-৪

[বিধি ৩৭(৪) দ্রষ্টব্য]

মেয়র পদে নির্বাচন প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা

(ক) সাধারণ আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ঃ

নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার .....

সংখ্যা .....

(অংক ও কথায়) .....

ওয়ার্ড নং .....

(খ) সংরক্ষিত আসনের কমিশনার নির্বাচনের জন্য ঃ

নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার .....

সংখ্যা .....

(অংক ও কথায়) .....

ওয়ার্ড নং .....

(গ) মেয়র নির্বাচনের জন্য ঃ

নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার .....

সংখ্যা .....

(অংক ও কথায়) .....

ওয়ার্ড নং .....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, আই, বি, ওয়াই, সিদ্দিকী
সচিব।

মোঃ সারোয়ারুজ্জামান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।